R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
২৬শে মে, ১৯৮২ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

মহকুমায় পূর্ব্বতন চার এম এল এ পুনর্নির্ব্বাচিত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : নবম বিধানসভায় কংগ্রেস দলের আসন সংখ্যা বাড়লেও জঙ্গিপুর মহকুমার মুক্তি আসনটি তাঁদের হাতছাড়া হয়েছে। ফলে মহকুমায় কংগ্রেসের ৩টি আসন কমে ২-এ দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ফ্রন্টের শরিক আর এস পি মহকুমা থেকে তাঁদের শূন্য ঝুলিতে ১টি আসন পুরেছেন। সি পি এম তাঁদের দখলীকৃত ২টি আসনই পুনর্ব্বার দখল করেছেন। এই নির্বাচনী ফলাফলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজ্যের মধ্যে একমাত্র ফ্রন্ট প্রতিদ্বন্দ্বী আর এস. পি'র আসরাফুদ্দিন বিশ্বাসের জামানত জব্দ হওয়া। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে গতবারও ঐ দলের প্রার্থী মৃন্ময় বাগচী জামানত হারিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ আসরাফুদ্দিন সাহেব রাজ্যের মধ্যে ফ্রন্ট প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন। তিনি পেয়েছেন মাত্র ৩২৩৭টি ভোট। এবারে মহকুমার পাঁচ আসনের ১৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ছ'জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এঁদের মধ্যে দু'জন ভারতীয় জনতাদলের প্রার্থীও আছেন। ছ'জনের সাকুল্যে ভোট সংখ্যা ১৩,২১৬ সবচেয়ে কম ভোটের ব্যবধানে হারজিত হয়েছে সাগরদীঘি তপশীল কেন্দ্রে। সরাসরি লড়াই-এ ঐ কেন্দ্রে দুই প্রার্থীর মধ্যে ভোটের তফাৎ মাত্র ৪৪৯টি। সবচেয়ে বেশী ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন ফরাক্কার আবু হাসনাৎ খান (সি পি এম)। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণফ্রন্টের জেয়াত আলির সঙ্গে তাঁর ভোটের ফারাক ১৩,২৪৪। বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে ৪ জনই পূর্বতন বিধানসভার সদস্য ছিলেন। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার কড়া পুলিশ পাহারার মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুরশিদাবাদে ফ্রন্ট ১২, কংগ্রেস ৭

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : ১৯ আসনবিশিষ্ট ৫৩৪১ বর্গমাইলের জেলা মুরশিদাবাদে আসন প্রাপ্তিতে সি পি এম, কংগ্রেস, আর এস পি এবং ফঃ ব্লক গত বিধানসভার মত একইভাবে রইলেন। কংগ্রেস সুতির আসনটিতে আর এস পি'র কাছে পরাজিত হ'লেও আর এস পির বহু পুরোনো সদস্য এবং জবরদস্ত প্রার্থী তিমির ভাদুড়ীকে হারিয়ে বেলডাঙ্গা আসনটি ছিনিয়ে নিয়েছেন। তিমির ভাদুড়ী জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী (১৬,৯৩৫) ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসের নূর ইসলাম চৌধুরীর কাছে পরাজিত হয়েছেন। জেলার দুই মন্ত্রী আবদুল বারি এবং দেবব্রত ব্যানার্জী পুনরায় ডোমকল ও বহরমপুর থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন দুই মন্ত্রী আবদুস সাত্তার এবং অতীশ সিংহও। জেলায় এবারে মোট প্রার্থী ছিলেন ৭০ জন। এর মধ্যে ২৭ জনের জামানত জব্দ হয়েছে। পূর্ব্বতন বিধানসভার এম এল এ দের মধ্যে যাঁরা পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হলেন—

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোট বয়কট

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্রের উলাডাঙ্গা গ্রামের ৭৩০ জন ভোটার বুধবারের ভোট বয়কট করেছেন বলে জানা গেছে। দামোশ বিলের জলে ঘেরা উলাডাঙ্গা গ্রামে যাতায়াতের পথ তৈরী না করার প্রতিবাদে তারা ভোট বয়কট করেন। ভোট গ্রহণকারী কর্মীরা জানান, ঐ কেন্দ্রে কোন ভোট না পরায় তারা ফাঁকা ভোট বাক্স ফিরিয়ে নয়ে আসেন। সাগরদীঘি কেন্দ্রে বালানগর গ্রামের ৮৫০ জন ভোটারও ঐ দিন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোটের জের গ্রামে অশান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হতে না হতেই বিভিন্ন এলাকা থেকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও অশান্তির খবর এসেছে। বৃহস্পতিবার রাত্রে জরুরে একদল কংগ্রেস সমর্থক সি পি এমের পঞ্চায়েত সমিতির সহঃ সভাপতি মহঃ সেলিমুল্লার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘরের দরজায় শিকল তুলে সেলিমুল্লার অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হলে কোনক্রমে তাঁরা রক্ষা পান। মঙ্গলবার রাত্রে সি পি এমের সমর্থকেরা সেগুা থেকে জামুয়ার পর্যন্ত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিবেদন

কাগজ, মুদ্রণ সামগ্রী ইত্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তার উপর ডাক মাশুল এক লাফে দ্বিগুণের বেশী হওয়ায় চলতি সপ্তাহ থেকে আমরা প্রতি সংখ্যা পত্রিকার মূল্য ২৫ পয়সা এবং বাৎসরিক গ্রাহক মূল্য শহরে ১২·০০ ও সডাক ১৪·০০ টাকা করতে বাধ্য হলাম। আশা করি পাঠক সমাজ আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারবেন।

প্রকাশক : জঙ্গিপুর সংবাদ

মহকুমায় ফ্রণ্টের ভোট কংগ্রেসের চেয়ে ১·৫% কম

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার পাঁচটি আসনে ৩৯% ভোট পেয়ে তিনটি আসন দখল করলেও বামফ্রন্ট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ভোটের চেয়ে ১·৫% ভোট কম পেয়েছে। গত বিধানসভায় মহকুমায় ফ্রন্টদলের যৌথ প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ৬৩,১৩৫। ঐ বছরে কংগ্রেস পেয়েছিল ৮০,৭৪৪টি ভোট। অর্থাৎ সি পি এম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট কংগ্রেসের চেয়ে ১৭,৬০৯টি কম পেয়েও ২টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এবারেও ফ্রন্টশরিকেরা কংগ্রেসের চেয়ে ৫,৬০০ ভোট কম পেয়েছে। এবারে ৩,৬১,৩৫১টি বৈধ ভোটের মধ্যে ফ্রন্ট পেয়েছে ১,৪০,৬২১। এবং কংগ্রেস পেয়েছে ১,৪৬,২২১টি ভোট। এই খাতাকলমের হিসেবের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কিন্তু গড়মিল হবে যদি জঙ্গিপুর কেন্দ্রের বদরুদ্দিন আহমেদের প্রাপ্ত ভোটও ফ্রন্টের অনুকূলে যুক্ত হয়। শ্রীআহমেদ সি পি এমের অলিখিত প্রার্থী ছিলেন। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে দুই প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ফ্রন্টের ভোট হিসেবে চিহ্নিত হলে '৮২-র বিধানসভায় মহকুমায় ফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোট দাঁড়ায় ১,৬৫,৩৯৪। এই হার কংগ্রেস মুঃ লীগ জোটের চেয়ে ১৯১৭৩টি বেশী। অন্যদিকে ফ্রন্ট বিরোধী জোটের সামগ্রিক প্রাপ্ত ভোট (বদরুদ্দিনের ভোটকে ফ্রন্টের ভোট ধরে) ১,৯৫,৯৫৭। অর্থাৎ ফ্রন্ট জোটের চেয়ে ৩০,৫৬৩টি ভোট বেশী। ফ্রন্ট বিরোধী ভোট ভাগ না হলে ফরাক্কা কেন্দ্রটিতে কংগ্রেস জোটের প্রার্থী জয়ী হতেন। ফ্রন্টবিরোধীদের মধ্যে এস ইউ সি'র প্রাপ্ত ভোট ১৩,০৩৬, গণফ্রন্টের ১৬,৪০৫, ভাঃ জনতার, এবং নির্দলদের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুষ্কর্মের সঙ্গীদের হাতে ছেঁদু খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : দুষ্কর্মের সাথীদের বোমার আঘাতে আলেরউপর গ্রামের দুর্ধর্ষ ছিনতাইবাজ ছেঁদু মণ্ডল শনিবার রাত্রে মারা পড়েছে। পুলিশ বহুদিন থেকে তাকে খুঁজছিল। পুলিশের সন্দেহ, সংশ্লিষ্ট এলাকায় একাধিক চুরি-ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে ছেঁদু ও তার দলবল জড়িত। শনিবার ছেঁদু একটি লিচুর বাগানে ঘুমিয়ে থাকার সময় তাকে বোমা মারা হয়। সেই সঙ্গে হাসুমার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

নির্বাচনোত্তর

পশ্চিমবঙ্গের ভোটপর্ব এবং 'তস্য ফলশ্রুতিঃ' অর্থাৎ ফলাফল ঘোষণা সমাপ্ত হইয়াছে। রাজ্য বিধানসভার মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট যুক্তভাবে মোট ২৩৮টি আসন লাভ করিয়াছেন যদিচ ইহার সিংহভাগই সি, পি, এম, এর দখলে। সি, পি, এম, দল পাইয়াছেন ১৭৪টি আসন এবং অন্যান্য বামশরিক দল সাকুল্যে মাত্র ৬৪টি আসন লাভ করিয়াছেন। অবাম দলগুলির লব্ধ আসন সংখ্যা মোট ৫৬টি।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বামফ্রন্ট বিরোধী দলগুলি যে আসনসংখ্যা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে বামফ্রন্টের চিন্তা ভাবনার কোন কারণ নাই। আমাদের পত্রিকা প্রকাশের বারেই বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পাঁচজন মন্ত্রী আজ শপথ গ্রহণ করিতেছেন। তাহার পর ধাপে ধাপে শপথ গ্রহণ কার্য চলিবে। পূর্ণমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভৃতি ব্যবস্থাদি হইবে।

১৯৮২ সালের বামফ্রন্টের দ্বিতীয় রাজত্ব শুরু হইল। প্রথম বারে ভোট যুদ্ধের যে ফলাফল দেখা গিয়াছিল, এবারে কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই হইয়াছে।

একদিকে যেমন কিছু কিছু মন্ত্রী যুদ্ধে হারিয়াছেন, অন্যদিকে বহু প্রার্থী জিতলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভোট ব্যবধানের গুণগত উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ব নির্বাচন অপেক্ষা এই নির্বাচনে জয়ের ক্ষেত্রে ভোট ব্যবধান অনেক কমিয়াছে। সুতরাং বামফ্রন্টের বিজয়ীকুলকে বিষয়টি সম্যক অবহিত হইতে হইবে।

জনগণের রায়। ইহা শিরোধার্য। কারচুপি হুজ্জৎ-হাঙ্গামা প্রভৃতি বহু কথাই শোনা যায়। যাহার সবটা সত্যও নয়, আবার সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বহু ভোট যে পড়ে না, তাহার অন্যতম কারণ ভীতি। বুথে কোথাও বোমবাজি চলিল, কোথাও বিবদমান পক্ষদের যুযুধান মনোভাব; এই সব দুশ্চিন্তায় ভোটাররা হাজির হন না। সব কিছুর অন্তরালে জনদেবতা—যে দেবতার নিষ্ঠাবান্ পূজারী বিভিন্ন ভোটপ্রার্থী নির্বাচনী মরশুমে। ফলাফল অন্তে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, সংগ্রামী অভিনন্দন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। রাজ্যের সাধারণ মানুষের পক্ষে শান্তি পূর্ণ জীবনযাত্রা কামনা করিতেছি।

বিদ্রোহী কবি নজরুল

'রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা' বিদ্রোহী কবি নজরুলের এ মর্মবাণী বিদ্রোহী মনকে আলোড়িত করে। শুধু বিদ্রোহীই নয়, আধুনিক যুগের একজন শক্তিমান কবি কাজী নজরুল। 'বর্ত্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী'—কবির এই উক্তিতেই আধুনিকতার গন্ধ পাওয়া যায়।

কবি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। কখনও কবিয়াল, কখনও সৈনিক, কখনও সাংবাদিক এবং কখনও বা বিদ্রোহী। বিখ্যাত তিনি 'লেটো' স্বদেশী গান, প্রেমের গান, ভক্তের গান, সঙ্গীত প্রভৃতির জন্য। কবি-জীবনে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ হয়তো বা জীবন-যন্ত্রণা গভীর উপলব্ধির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কাব্যেই নির্যাতিত দীনহীনের অব্যক্ত বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে বাণী লাভ করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠ তীব্র উন্মাদনায় স্পন্দিত হইয়াছিল। অবিচার, অনাচার ও অত্যাচার প্রপীড়িত সর্বহারা জনগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রতিকারের বলিষ্ঠ দাবী ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি সাধারণ মানুষের নিকট এত সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম—দৈন্য, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে জর্জরিত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈত্যদানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত।'

বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল। তিনি শুধুমাত্র কবি নহেন—জাগ্রত যৌবনের প্রতীক; তিনি আপামর জনসাধারণের কবি। আজন্মবিদ্রোহী। নব-নবীনের জয়ধ্বজা উত্তোলনকারী। অন্যায় ও অসুন্দরকে উচ্ছেদ করিতেই যেন তাঁহার অবির্ভাব। তিনি গাহিয়াছেন:

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন—জীবন হারা অ-সুন্দরে
করতে ছেদন।

কিন্তু আজও কি আমরা 'অসুন্দরে'র অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি? আজও আমাদের মধ্যে হানাহানি, কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতা, জঘন্য প্রাদেশিকতা আর দলীয় রাজনীতির পঙ্কিল নোংরামি। আজ ত্রিশের দশকের সেই জাগ্রত যুবশক্তি যেন আফিমের মৌতাতে দিনের পর দিন ঝিমাইয়া পড়িতেছে। আজ আমরা সত্যকার জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি না—আন্তর্জাতিকতার মেকী বুলি কপচাইয়া অশ্লীল 'ইয়াঙ্কি' কালচারের কুৎসিৎ বেলেল্লাপনায় মাতিয়া উঠিতেছি। আজ এই চরম অবক্ষয়ের দিনে পথভ্রষ্ট যুবসমাজকে নূতন করিয়া 'অগ্নিবীণা'র অগ্নি-শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। একত্রিশ বৎসরের জীবন্মৃত স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে বিদ্রোহের লাল নিশান উড়াইয়া দিকে দিকে রণদামামা বাজাইয়া। বিদ্রোহী কবির নবমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া:

'লাল পলটন মোরা সচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান
বীরবাচ্চা
মীর জালিমের দাঙ্গায়।
মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি'
জয় স্বাধীনতা গাই।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

ছেলেটি ছাত্রজীবন থেকেই লড়াকু মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছিল। ইস্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করে কলেজের আঙিনায় পা দিয়েছিল। পরীক্ষারও খুব দেরী ছিল না। পরীক্ষা তার দেওয়া হোল না। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত।

আমাদের মফঃস্বল শহরের এই তরুণটির অকাল বিয়োগ সকলের মনেই শোকের আঁচড় কেটেছে। অনেক দুঃখ কষ্ট, সাংসারিক অভাব-অনটন, বাধা-বিপত্তি ব্যর্থতার সোপান বেয়ে ছেলেটি এক সুনিশ্চিত জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। চোখে ছিল এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। মুখে-চোখে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। নিজের আপনজনেরা নিশ্চিত ছিল কলেজের শেষ পরীক্ষায় পাস দিলে সে একটা সংস্থান করে নিতে পারবে। সংসারের জোয়ালের ভারটা নিজের ঘাড়ে নিতে পারবে। সব বাবা মা এই ধরনের আশা করে থাকেন। এটা খুবই স্বাভাবিক। ছেলেটি চলে গেছে। একেবারে হঠাৎ জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। বোধ হয় তাই। দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে সেই মহাজন ভদ্রলোকের গুপ্ত ভাণ্ডারের গুপ্তধন কিছু খোয়া যায় নি। তবে একটি নিরীহ দুঃস্থ পরিবারের উজ্জ্বল রত্নটি চলে গেল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে কিন্তু নিশ্চিতভাবে পথ চলছিল। ভাবতে পারেনি সেদিনই তার জীবনের শেষ পথ পরিক্রমা।

—মণি সেন

রেলের ব্যাটারী চুরির ঘাঁটি জঙ্গিপুর ষ্টেশন

রঘুনাথগঞ্জ: ট্রেনের নীচের ঠিক চাকার পাশে যে ব্যাটারী গুলো লাগানো থাকে সেই সব ব্যাটারী এখন প্রতি রাত্রেই চুরি হচ্ছে জঙ্গিপুর ষ্টেশনে। এ ঘটনা বহুদিন ধরেই চলে আসছে। এইসব চুরি যাওয়ার ফলে জঙ্গিপুর ষ্টেশনের আশে পাশের গ্রাম মঙ্গলজন, দেউলি, নয়াগ্রাম, সোনাটিকুরিতে এই সব ব্যাটারী গোপনে সস্তা দামে বিক্রি হচ্ছে। রেল পুলিশ সব জেনেও নীরব দর্শক বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

দারোগার আচরণে হোমগার্ডরা ক্ষুব্ধ

রঘুনাথগঞ্জ: হোমগার্ডদের টাকা দেওয়া নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার মেজদারোগার সঙ্গে হোমগার্ডদের তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। মেজবাবু নাকি তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। দারোগার এই আচরণের বিরুদ্ধে ইউনিয়নগতভাবে হোমগার্ডরা প্রতিবাদ জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বৈদ্যুতিক তার উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ: এই থানার অন্তর্গত তালাই গ্রামের একটি পুকুর থেকে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ খবর পেয়ে ৫ কুইন্টাল বৈদ্যুতিক তার উদ্ধার করে। গ্রেপ্তারের কোন খবর নেই। পুলিশসূত্রে এ খবর জানা যায়।

নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা: বুধবার সন্ধ্যায় 'সম্রাট' সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় নজরুল-সুকান্ত জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সতেন্দ্রনাথ বড়াল।

বিজ্ঞপ্তি

শহরাঞ্চলস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টি প্রকল্পের জন্য পাউরুটি সরবরাহের দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ) মুর্শিদাবাদ অধীনে পৌর এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বিপ্রাহরিক আহারের নিমিত্ত মোট ৪৫০ গ্রাম ওজনের (৭৫ গ্রাম ৬টি সমান খণ্ডে বিভক্ত) রুটি সরবরাহ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত বেকারী সমূহের নিকট হইতে গালা মোহর করা খামে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ ৭-৬-৮২ তাং পর্য্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে শনিবার বাদে অন্য সমস্ত কাজের দিন বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত বিশদ নিয়মাবলী ও দরপত্রের নির্দ্ধারিত ফরমের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।

দরপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ৯-৬-৮২ বেলা ২টা পর্য্যন্ত। ঐ দিনই বেলা ৪টায় দরপত্র খোলা হইবে। সর্বনিম্ন দরপত্রের গ্রহণে বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে এবং প্রয়োজনে কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন বা সকল দরপত্র অগ্রাহ্য করিবার অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সংরক্ষিত।

বি, চক্রবর্তী
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
(প্রাঃ শিঃ) মুর্শিদাবাদ

কাছের মানুষ ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবরুণ রায়

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবার রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন। আমাদের দেশের এই সব সরকারী পুরস্কার প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা খুব ভাল নয়। কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে সাহিত্য মূল্য বা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদান অপেক্ষা অন্যান্য বিচার বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রথম একজন উঁচু মাথা সংগ্রামী কবিকে পুরস্কার দিয়ে কর্তৃপক্ষ নিজেরা সম্মানিত হলেন।

অন্যায় অত্যাচার অবিচার আর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁরা আজীবন ক্ষমাহীন লড়াই করে চলেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের পুরোধা। পীড়িত আর্ত মানুষের জন্য বুকভরা দরদ নিয়েও রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নির্যাতিত সাধারণ মানুষের মধ্যে টেনে আনতে পারেন নি। অখ্যাতজনের নির্বাক মনের মর্মের বেদনা উদ্ধার করার জন্য তিনি তাই আগামী দিনের কবিকে ডাক দিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই অবহেলিত লাঞ্ছিত মানুষের পতাকা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজীবন বহন করে চলেছেন। ধনের আকাঙ্খা নাই, যশের লোভ নাই। অন্যায়ের সঙ্গে ক্ষমাহীন সংগ্রাম। বাংলা সাহিত্যে একাধিক কবি নিজেকে কামার কুমোর মুটে মজুরের কবি বলে ঘোষণা করেও পরবর্তী জীবনে এষ্টাবলিশমেণ্টের কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রবীণ কবিদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে বীরেনবাবুই উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যিনি উঁচু মাথা কোথাও নোয়াননি। স্ব-আরোপিত জয়টীকা নিজের কপালে তিনি এঁকেছেন। চিহ্নিত করেছেন নিজেকে 'ব্রাত্য কবি' বলে। এ অভিধা সর্বাংশে সত্য।

উন্নাসিক সফিষ্টিকেটেড সমাজের সমস্ত ভণ্ডামি ও মেকী খোলস ছিঁড়ে ফেলে তাঁর লেখনী তীব্র তিক্ত ভাষায় ঝল্সে উঠেছে। ব্যঙ্গের ক্ষুরধার আক্রমণে প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করেছে। মানব প্রেমের অমল আনন্দে তাঁর কাব্য মানুষের জয়গান গেয়েছে। তাঁর এই পুরস্কার প্রাপ্তি তাই দেশে দেশে ছড়ানো কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামী চেতনা ও বিদ্রোহের জয়শঙ্খ ঘোষণা।

বাজারী সাহিত্য যখন আমাদের দেশের যুব চেতনা ও মানসিকতাকে আবিলতার পথে ঠেলে দিচ্ছে, পলায়নী মনোবৃত্তি যখন সাহিত্য ধর্মকে পথভ্রষ্ট করছে তখন বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের অনুভবের যন্ত্রণা তাঁর আর্তি, তাঁর উচ্চারিত কবি সাহস আমাদের অনুক্ষণ স্পর্শ করে। মানুষের কান্নার প্রতি এমন সজাগ কান-পেতে-থাক কবি সচরাচর দেখা যায় না।

বীরেনবাবুর সঙ্গে কবে যে বন্ধুত্বের শিকলে বাঁধা পড়েছিলাম আজ আর সে কথা মনে পড়ে না। হতমান মানুষের প্রতি দরদই বোধ হয় আমাদের দু'জনকে একত্রে টেনে এনেছিল। অত্যন্ত কাছের থেকে আমি কবি ও মানুষ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি। চলনে বলনে চিন্তায় লেখনী মুখে সহজ সরল খাপ-খোলা তলোয়ার। শুধু নিজে কাব্যচর্চ্চা করেননি, আজ চার দশকের উপর বাংলা দেশের হাজার হাজার ভ্রূণ সাহিত্যিককে তিনি গভীর মমতায় লালন করেছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন।

বাজারী সাহিত্য পত্রিকার আদর্শ ভ্রষ্টতার জন্য সেখানে তিনি লেখা দেন না। কিন্তু বাংলাদেশের শত শত লিট্ল ম্যাগাজিন তাঁর অপূর্ব কবিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

বীরেনবাবুর সঙ্গে নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যা যাপনের জন্য বারাসত গিয়েছি, গিয়েছি মালদহ। দেখেছি তাজা তরুণদের মধ্যে এই প্রবীণ কবির জন্য অমেয় ভালবাসা। আমাদের জঙ্গিপুরেও সস্ত্রীক দুবার এসে আমার আতিথ্য নিয়ে তিনি আমাকে প্রীতিপাশে আবদ্ধ করেছেন। অধুনালুপ্ত আমার সংস্কৃতি পত্রিকা 'দেহাতের' প্রাণ ছিলেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বহু কবিতা 'দেহাতে' প্রকাশিত হয়েছে। তারুণ্য ও প্রথম যৌবনের ধর্ম পূর্বরাগ। কবির পথচলা শুরু হয়েছিল সেই যৌবন ধর্মে। 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন' চোখে নিয়ে।

'নিবিড় করে আমাকে ধরে
হাওয়ার লতা হৃদয়ে যায়
আকাশে হাত বাড়ান মন
জড়িয়ে শুধু ফুল ফোটায়;
চেতনা যায় গন্ধে ভরে
স্ম যুতে ঝরে ঋতুর স্নান
ঘুমের পুরী রাঙিয়ে দিয়ে
নিজেকে হাওয়া ঘুম পাড়ায়।
হাওয়ার ঠোঁট আমার বুকে
হাওয়ার বুকে আমার হাত…
তাহলে জাগে, সকলি জাগে,
পাথরে ঘুমে রূপকথায়।

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেণ্ট এণ্ড গভঃ কন্ট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্র্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন: অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

'প্লাষ্টোফ্লেক্স' কোম্পানীর ১নং পলিথিনের বিভিন্ন সাইজের বালতি, বালতি-ব্যাগ, গ্লাস, মগ, প্লেট, সোপকেস প্রভৃতি দ্রব্য সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী রেটে পাওয়া যায়।
টি, চক্রবর্ত্তী
বাগানবাড়ী
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

পূর্ব্বতন চার এম এল এ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চত্বরে পাঁচটি কেন্দ্রের ভোট গণনা শুরু হয়। কাতারে কাতারে মানুষ ফলাফল জানার প্রতীক্ষায় ভিড় জমান গণনা কেন্দ্রের সামনে। ব্যালট বাক্স নিয়ে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে। সি আর পি'র হাতে এক প্রিজাইডিং অফিসার প্রহৃত হন গণনা কেন্দ্রের মধ্যে গণনার প্রথম দিনে এবারে ফলাফল জানাবার জন্য ডাক ও তার বিভাগ গণনা কেন্দ্রের মধ্যে একটি অস্থায়ী বিশেষ টেলিফোন লাইন বসান। দিন-রাত্রি টেলিফোনের কর্মীরা জনসাধারণকে ভোটের ফল জানিয়ে গেছেন। গণনার সময় এবারে ভোট বাক্সের মধ্যে ভোটারদের কোন উপদেশ বা অভিযোগপত্র মেলেনি। পাওয়া যায়নি টাকা-পয়সাও। তবে অভিযোগ মিলেছে ফরাক্কা কেন্দ্রের একটি ভোট বাক্স থেকে গণনার সময় অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের ১৩টি ছাপমারা ভোটপত্র পাওয়ার ব্যাপারে। এ ব্যাপারে রিটার্ণিং অফিসারের কাছে ফরাক্কার এক পরাজিত প্রার্থী অভিযোগ জানিয়েছেন। এবারে কেন্দ্র অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভোট প্রাপ্তির চূড়ান্ত ফলাফল নিম্নরূপ: ১) ফরাক্কা—আবুল হাসনাৎ খান (সি পি এম) নির্বাচিত ২৭,৬৪৯, জেরাত আলি (নির্দল) ১৬,৪০৫, ষষ্ঠীচরণ ঘোষ (ভাঃ জঃ) ১০,২৮৭, মহঃ ইসরাইল (মুঃ লীগ) ১০,৫৩২, ২) অরঙ্গাবাদ হাজী লুৎফল হক (কং) নির্বাচিত ৩৫,৩২৬, তোয়াব আলি (সি পি এম) ৩৩,০০৬, শশাঙ্ক পাল (ভাঃ জঃ) ৩,৯৭২, ইউসুফ হোসেন (নির্দল) ১,৮৪৯, ৩) সুতি—শিষ মহম্মদ (আর এস পি) নির্বাচিত ৪০,১৭৫, মহঃ সোহরাব (কং) ৩২,১৪০. সুধাংশু-শেখর সরকার (ভাঃ জঃ) ২,৮৯৭, সমরেন্দ্র দাস (নির্দল) ৮০৩, ৪) জঙ্গিপুর—হাবিবুর রহমান (কং) নির্ব্বাচিত ৩৪,৩৫৮, বদরুদ্দিন আহমেদ (নিঃ) ২৪,৭৭৩, অচিন্ত্য সিংহ (এস ইউ সি) ১৩,০৩৬, আসরাফুদ্দিন বিশ্বাস (আর এস পি) ৩,২৩৭, সেখ কামালুদ্দিন (নির্দল) ৪৫৮, ৫) সাগরদীঘি—হাজারী বিশ্বাস (সি পি এম) নির্ব্বাচিত ৩৪,৪৮৪, নৃসিংহ মণ্ডল (কং) ৩৪,০৩৫।

ভোট বয়কট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোট দেননি। রঘুনাথগঞ্জের কাছে সুজাপুর গ্রামের ৭০ জন মহিলা এবারে কোন দলকেই ভোট দিতে অস্বীকার করেন। এই অস্বীকৃতির কারণ গ্রাম্য অশান্তি এবং নিরাপত্তার অভাব।

ফ্রন্ট ১২, কংগ্রেস ৭

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আর এস পির দেবব্রত ব্যানার্জী, জয়ন্ত বিশ্বাস, সত্যপদ ভট্টাচার্য্য, অমলেন্দু রায়, ফঃ ব্লকের ছায়া ঘোষ, সি পি এমের আবদুল বারি, বীরেন রায়, হাজারী বিশ্বাস, আবুল হাসনাৎ খাঁন, আতাউর রহমান, দীনবন্ধু মাঝি এবং কংগ্রেসের লুৎফল হক, হাবিবুর রহমান, আবদুস সাত্তার, সেখ ইমাজুদ্দিন, অতীশ সিংহ এবং এবারের বিধানসভায় নির্বাচিত অন্য দু'জন হলেন নূর ইসলাম চৌধুরী (কং) এবং শিষ মহম্মদ (আর এস পি)। জেলায় এবারে সবচেয়ে কম পেয়েছেন বেল-ডাঙ্গা কেন্দ্রে মুঃ লীগ প্রার্থী আবদুস সুকুর। ঐ কেন্দ্রের ৯৬,৫৭২ ভোটের মধ্যে তিনি পেয়েছেন মাত্র ৮০টি ভোট।

ভোটের জের

১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি বিজয় মিছিল বের করে। মিছিলকারীরা পঞ্চায়েত সদস্য শান্তি মণ্ডলের বাড়িতে ঢুকে লুঠপাঠ করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। শান্তিবাবু সি পি এম সদস্য হলেও বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে প্রচার করায় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। প্রাক্তন এম এল এ ও কংগ্রেস নেতা মহঃ সোহরাব এ ব্যাপারে রাজ্য-পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভোট নিয়ে অশান্তির খবর মিলেছে সাগর-দীঘির কাবিলপুর থেকেও। কংগ্রেস এবং সি পি এম কর্মীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হন। অরঙ্গাবাদের কাছে এক গ্রামেও উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং অবস্থা আয়ত্তে আনে।

ফ্রন্টের ভোট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৩১১০। ফ্রন্টের এক নেতার হিসেবে গতবারের চেয়ে এবারে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান যথেষ্ট কমেছে। গত লোকসভাতে তাঁরা কংগ্রেস প্রার্থীর চেয়ে পাঁচটি আসনে প্রায় ৩০ হাজার ভোট বেশী পেয়েছিলেন। এই হার কমে যাওয়ার মূলে শরিকদলগুলির মধ্যেকার ছোটখাট বিরোধ বলে ঐ নেতার দাবী।

দুষ্কর্মের সঙ্গীদের হাতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আঘাতে তার শরীর খণ্ডিত করে দেওয়া হয়। রঘুনাথগঞ্জ থানার সোনাটিকুরি গ্রামের এক বাড়িতে রাখা বোমা ফেটে গিয়ে দু'জন শিশু গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের একজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানায়, বল ভেবে শিশু দুটি বোমাতে লাথি মারলে এই বিপত্তি ঘটে। সাগর-দীঘি থানার মোরগ্রামের কাছে মর্তুজা সেখ নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ জানায় মৃত ব্যক্তি একজন সমাজ-বিরোধী। সহকর্মীদের সঙ্গে লুঠের মালের বাটোয়ারা নিয়ে বিরোধ দেখা দেওয়ায় এই ঘটনা ঘটে।

দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক সংবাদে
আর মনমাতানো গানে গানে
ভেসে চলা একটি নাম
ইনটিমেট (এস)
ভারতের যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দে
ভ্রমণের জন্য বিশ্বস্ত বাস সার্ভিস।
যোগাযোগের ঠিকানা—
নিমাই সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

২০০/৮১ অন্য

বাদী—সামসুল হোদা দিং

বিবাদী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিং

এতদ্দ্বারা থানা সাগরদীঘি অধীন চামুণ্ডা বিষ্ণুডাঙ্গা সাকিমের সর্ব্ব-সাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত বাদী বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে এক চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকর্দ্দমা করিয়া চামুণ্ডা গ্রামের ৬১৫/১৫১৬ এক দাগের '৬ শতক সম্পত্তি ৩৯ মৌজার ৬১৫নং দাগের ৩০ শতক মধ্যে ৪ শতক এক চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকর্দ্দমা করায় তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৩-৭-৮২ তাং আপত্তি দাখিল জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল। ইতি—

By Order
Abani Bhushan Mazumder
Sheristadar 2nd Courts
Jangipur

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও বলবর্দ্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অঙ্কুতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।